ইহুদী চক্রান্ত

বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্রের ঐতিহাসিক দলিল

সম্পাদনায়
আবদুল খালেক

ইহুদী চক্রান্ত

(বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্রের ঐতিহাসিক দলীল)

সম্পাদনায় ঃ

আবদুল খালেক

(প্রাক্তন দৈনিক ইত্তিহাদ সম্পাদক)

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

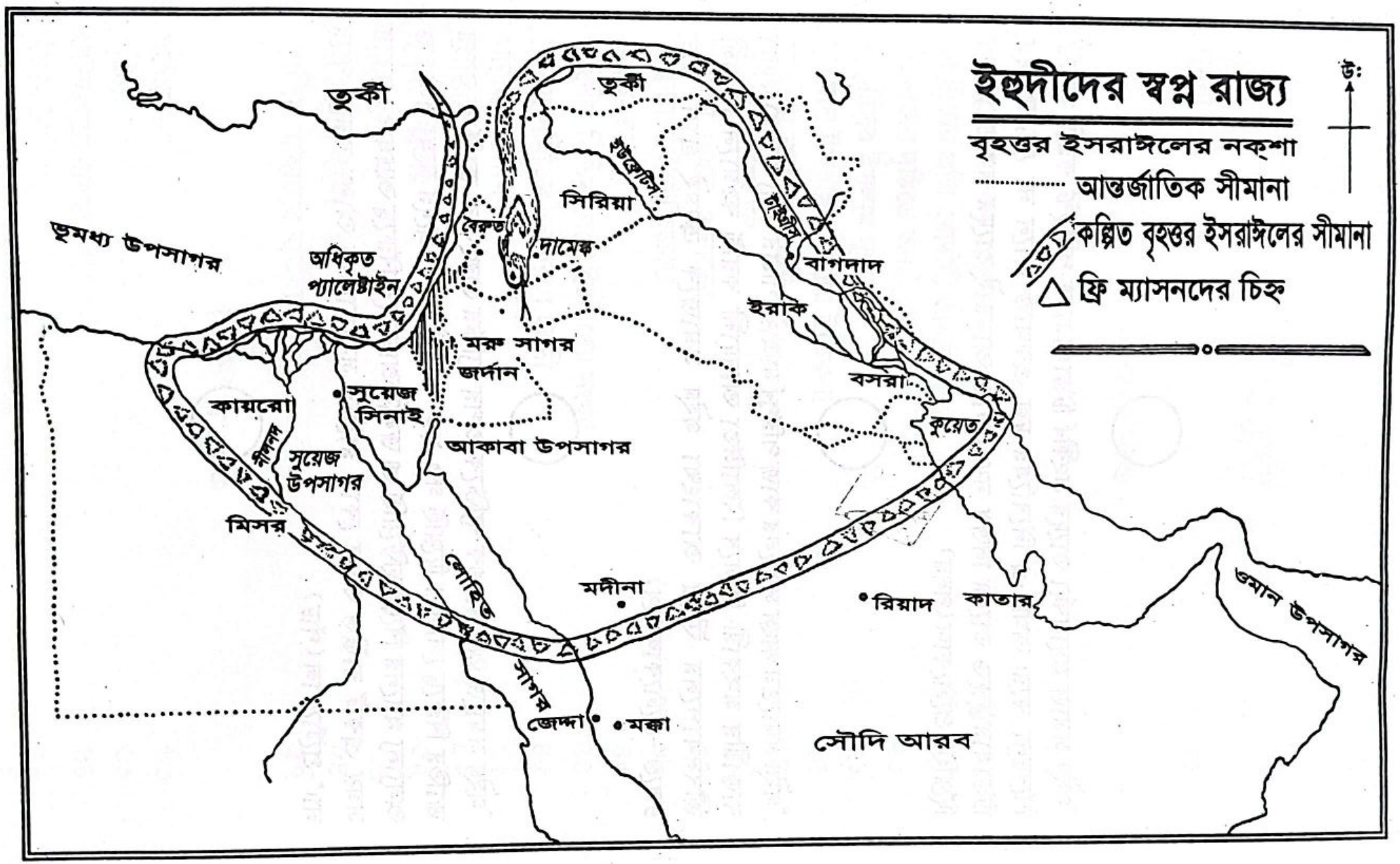
ইহুদীদের স্বপ্ন রাজ্য
বৃহত্তর ইসরাঈলের নক্‌শা
আন্তর্জাতিক সীমানা
কল্পিত বৃহত্তর ইসরাঈলের সীমানা
ফ্রি ম্যাসনদের চিহ্ন
উঃ
তুর্কী
তুর্কী
সিরিয়া
ভূমধ্য উপসাগর
অধিকৃত প্যালেস্টাইন
বৈরুত
দামেস্ক
বাগদাদ
ইরাক
মরু সাগর
জর্দান
বসরা
কুয়েত
কায়রো
সুয়েজ
সিনাই
আকাবা উপসাগর
সুয়েজ উপসাগর
মিসর
মদীনা
রিয়াদ
কাতার
ওমান উপসাগর
জেদ্দা
মক্কা
সৌদি আরব

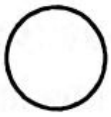

"গইম সমাজ সদাসর্বদা তাদের সংকীর্ন চিন্তাধারাকে পরিতুষ্ট করাই যথেষ্ট বিবেচনা করে। অথচ এ নির্বোধের দল একথাও জানে না যে, তাদের চিন্তাধারটুকুও তাদের নিজস্ব নয়। এটাও আমরাই তাদের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছি"-প্রটোকোল (পনর)

"গইম সমাজের ধ্বংস সাধনের কাজ পরিপূর্ন মাত্রায় পৌছার জন্য আমরা ফটকা বাজারীর সহকারী হিসেবে বিলাসিতা আমদানী করছি। বর্তমানে বিলাসী জীবনযাপনের উদগ্র আকাংখা গইম সমাজকে ক্রমেই গ্রাস করে চলছে।"-প্রটোকোল (ছয়)

"গইম সমাজে আমরা এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির এবং এক জাতিকে অপর জাতির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছি গত ২০ শতাব্দী জুড়ে এদের মধ্যে ধর্মীয় ও অন্যান্য ধরনের বিদ্বেষ ছড়িয়েছি এ জন্যই আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করার সময় একটি রাষ্ট্রও অপর কোন রাষ্ট্রের সহযোগিতা আশা করতে পারে না।"-প্রটোকোল (পাঁচ)

বিষয় সূচী

১. সূচনা ১১

প্রথম খণ্ড

২. ইহুদী জাতি ১৫
পরিচয় ১৫
ইহুদীদের অপরাধ প্রবণতা ১৭
ইহুদীদের প্রতি খোদায়ী আযাব ১৯
ইহুদীদের দৃষ্টিতে অন-ইহুদী ২০
ইহুদীদের ইসলাম দুশমনী ২১
৩. বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের ইতিকথা ২৫
৪. মুসলিম জাহানে ইহুদী চক্রান্ত ৩৪
ইখওয়ান-নির্যাতন ৩৬
মুসলিম জাহান ও নাসের ৩৭
বিশ্বব্যাপী ইহুদী চক্রান্ত ৩৯
জাতিসংঘ ৪৩
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইহুদীদের সংখ্যা ৪৪
বিভিন্ন সমিতির ছদ্মাবরণে ইহুদী ৪৫
সাবাই আন্দোলন ৫১
মোতাযিলা ৫২
দুন্‌মা সম্প্রদায় ৫২
সমাজতন্ত্র ৫৩
পাকিস্তানে ইহুদী ৫৪
৫. মুসলিম জাহানের কর্তব্য ৫৭

দ্বিতীয় খণ্ড

৬. প্রটোকোল ৬৩
পরিচয় ৬৩
প্রটোকোলে ব্যবহৃত পরিভাষা ৬৪
বিশেষ কৈফিয়ত ৬৬
এক ঃ প্রটোকোল ॥ ষড়যন্ত্রের সর্বমুখী জাল ৬৭

দুই ঃ ইহুদী প্রাধান্যের গোড়ার কথা
তিন ঃ প্রতীক সাপের রহস্য ৭৫
চার ঃ ঈমান হরণ ৭৮
পাঁচ ঃ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী অদৃশ্য সরকার ৮৪
ছয় ঃ অর্থনৈতিক নৈরাজ্য সৃষ্টি ৮৬
সাত ঃ ভারী অস্ত্রসজ্জা ৯১
আট ঃ প্রতিভাবান কর্তৃত্ব ৯৩
নয় ঃ উদারতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধূয়া ৯৪
দশ ঃ রাজনৈতিক চালবাজী ৯৬
এগার ঃ গইম ঃ একপাল মেষ ১০০
বার ঃ প্রেস ও সংবাদপত্রের ভূমিকা ১০৭
তের ঃ উন্নয়নের ধূয়া ১১০
চৌদ্দ ঃ দাসত্বের নয়া রূপ ১১৬
পনর ঃ বিশ্বজোড়া বিপ্লব ১১৮
ষোল ঃ শিক্ষাব্যবস্থার নয়া রূপ ১২০
সতর ঃ আইন ব্যবসা, ধর্ম ও গুপ্তচর বৃত্তি ১২৮
আঠার ঃ রক্ষা ব্যবস্থার গুপ্ত রহস্য ১৩১
উনিশ ঃ রাজনীতিকদের হয়রানী ১৩৪
বিশ ঃ অর্থনৈতিক চালবাজী ১৩৭
একুশ ঃ আভ্যন্তরীণ ঋণ রহস্য ১৩৮
বাইশ ঃ ভবিষ্যতের সমাজ ১৪৬
তেইশ ঃ ত্রাণকর্তার আবির্ভাব ১৪৯
চব্বিশ ঃ ইহুদী বাদশাহ ১৫১
উপসংহার ১৫৩
১৫৫

সূচনা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم-

فَاَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّطَانِ الرَّجِيمِ-

بِسمِ اللّٰهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

ইহুদী জাতি সম্পর্কে বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য কোন বই-পুস্তক নেই। কালামে পাকের তাফসীর ও হাদীস শরীফের যে দু' চারখানা তরজমা এ পর্যন্ত বের হয়েছে, সেগুলোতে আলোচনা প্রসঙ্গে ইহুদীদের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ঐ আলোচনা খুবই সংক্ষিপ্ত। এছাড়া রসূলুল্লাহ (সা)-এর জামানার পর ইহুদীবাদ নামীয় যে নূতন আন্দোলন শুরু হয়েছে—এ সম্পর্কে ওসব গ্রন্থে কোন কিছুই থাকা সম্ভব নয়। ইহুদী ধর্ম ও ইহুদীবাদ এক কথা নয়। ফিলিস্তিনে জোর জবরদস্তি ইহুদী রাষ্ট্র কায়েম করা এবং পরবর্তীকালে সমগ্র দুনিয়ায় ইহুদীদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে যে আন্দোলন ঊনিশ শতকের শেষ ভাগে শুরু হয়েছে তা-ই ইহুদীবাদ। ইংরেজীতে এ আন্দোলনের নাম হয়েছে Zionism (জাইওনিজম)। এ সম্পর্কে ইংরেজীতেও বই-পুস্তক রয়েছে। সম্প্রতি উর্দু ভাষায়ও কিছু পুস্তক ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় ইহুদীদের সম্পর্কে কিছু অবগত হওয়ার উপযোগী বই-পত্রাদির খুবই অভাব। অথচ জঘন্য চক্রান্তশীল ইহুদীবাদ সম্পর্কে সজাগ থাকা সকলের জন্যই বিশেষত মুসলমানদের জন্য খুবই জরুরী। আর এ জরুরত পূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

আমাদের এ পুস্তকখানা মোটামুটি দু' খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ইহুদী ধর্ম, ইহুদীবাদ ও ইসরাঈল রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা ইহুদীদের রচিত একখানা গুপ্ত দলীলের তরজমা ব্যাখ্যা করেছি ! ইহুদীবাদের অনুসারী চক্রান্ত বিশারদ ইহুদী নেতাগণ সারা দুনিয়ায় তাদের আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের এক কর্মসূচী প্রণয়ন করেছে। এর নাম হচ্ছে The Protocols of the Learned Elders of Zion. আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস পাঠকমাত্রই বইখানা পড়ে বিস্ময়ে হতবাক হতে বাধ্য হবেন। কারণ ঐ পুস্তকে চক্রান্তজালের যে কর্মসূচী পেশ করা হয়েছে তা পাঠ করার সময় পাঠক অনুভব করতে বাধ্য হবেন যে, তিনি নিজেও এ ষড়যন্ত্র জালের আবেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন। আর ঐ বইতে Protocols মানব

ইহুদী জাতি

পরিচয়

হযরত ইবরাহীম (আ) খলিলুল্লাহর পৌত্র হযরত ইয়াকুব (আ)-এর অপর নাম ছিল ইসরাঈল। 'ইসরাঈল' শব্দের অর্থ আল্লাহর বান্দাহ। নমরুদ বাদশাহর প্রধান পুরোহিত এবং পূজারী আজরের পুত্র হয়েও ইবরাহীম খলিলুল্লাহ তাওহীদের উপর ঈমান আনয়ন করেন এবং শির্ক থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখেন। এ জন্যে পৌত্তলিক বাদশাহ নমরুদ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। আল্লাহ তায়ালার অপার রহমতে নির্ভীক মু'মিন ও মহান নবী হযরত ইবরাহীম (আ) অগ্নিকুণ্ড থেকে অক্ষত দেহে বের হয়ে আসেন। তারপর তাঁর পৈতৃক দেশ ইরাক থেকে হিজরত করে তিনি জর্দান, মিসর ও সউদী আরবসহ বিভিন্ন এলাকায় পায়ে হেঁটে হেঁটে 'দ্বীনে হকের' দাওয়াত পেশ করতে শুরু করেন।

বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে তাঁর প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈলকে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে কুরবানী করার জন্য তাঁর গলায় ছুরি লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি শৈশব থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দ্বীনে হকের প্রতি ঈমানের যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন এবং দ্বীনের জন্য নিজের যথা সর্বস্ব কুরবানী করার যে নজীর স্থাপন করে গেছেন তাঁর পুরস্কার স্বরূপ তাঁর বংশে অনেক নবী জন্মগ্রহণ করেন এবং দুনিয়ার উপর কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত তাঁর বংশেই শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। হযরত ইবরাহীমের (আ) এক পুত্রের নাম হযরত ইসহাক (আ) এবং হযরত ইসহাকের (আ) পুত্র হযরত ইয়াকুব (আ) নবীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মর্যাদার অধিকারী। হযরত ইয়াকুবের বংশধরগণ বনী ইসরাঈল নামে পরিচিত। উপরে দীর্ঘকাল যাবত দুনিয়ায় হযরত ইবরাহীমের (আ) বংশধরদের শাসন ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বনী ইসরাঈলই হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত ইবরাহীমের বংশধরদের সে শাখা। এ শাখারই একটি অংশ পরবর্তীকালে নিজেদের ইহুদী নামে পরিচয় দিতে শুরু করে। হযরত ইয়াকুবেরই এক পুত্রের নাম ছিল ইয়াহুদা।

হযরত ইবরাহীম (আ) ইরাক থেকে হিজরত করার পর সিরিয়াতে বসবাস করেন। তাঁর পৌত্র হযরত ইয়াকুব (আ) মিসরে চলে গিয়েছিলেন। হযরত ইয়াকুবের (আ) পুত্র হযরত ইউসুফ (আ) আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে মিসরের শাসনকর্তা হয়ে যান এবং তিনি তাঁর মাতা-পিতা ও অন্যান্য ভাইদের

সিরিয়া থেকে মিসরে নিয়ে আসেন। এভাবেই বনী ইসরাঈল জাতি মিসরে বসবাস শুরু করে এবং পরবর্তীকালে তাদের বংশ সমস্ত মিসরেই ছড়িয়ে পড়ে।

প্রায় ৪০০ বছর পরে মিসরের শাসন ক্ষমতা বনী ইসরাঈলদের হস্তচ্যুত হয় এবং ফেরাউন উপাধিধারী যালিম শাসক গোষ্ঠীর হাতে চলে যায়। ফেরাউনী শাসকেরা বনী ইসরাঈলদের সাথে দাসসুলভ ব্যবহার করতো। ভবিষ্যতে ফেরাউনদের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করতে পারে, এ আশংকায় যালিম শাসকেরা বনী ইসরাঈলদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করতো।

আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে হযরত মূসা (আ) ফেরাউনদের হত্যা অভিযান থেকে শুধু রক্ষাই পাননি বরং ফেরাউনের পরিবারেই প্রতিপালিত হন। নবুওয়াত প্রাপ্তির পরে হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলদের ফেরাউনী যুলুম থেকে রক্ষা করার জন্য সংগঠিত করেন এবং এক রাত্রিতে তাদের নিয়ে মিসর থেকে হিজরত করেন। ফেরাউন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে হযরত মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলদের পশ্চাদ্ধাবন করে। আল্লাহ তায়ালার এমনি মহিমা যে, সাগরের পানি দু' ভাগ হয়ে হযরত মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলদের জন্য পথ তৈরী করে দেয়। ঐ পথে ফেরাউনও এগুতে চাইলে বিভক্ত পানি পুনরায় একত্রিত হয়ে যায় এবং ফেরাউন ঐ স্থানেই ডুবে মরে।

সাগর পাড়ি দিয়ে সিনাই অঞ্চলের তীহ্ মরুভূমি অতিক্রম করার সময় প্রখর রৌদ্র তাপের কষ্ট এবং পানি ও আহার্যের অভাব থেকে বনী ইসরাঈলদের নিরাপদ রাখার জন্য মেঘমালার দ্বারা ছায়া করে দেয়া হয়, শিলা খণ্ড থেকে পানির প্রস্রবণ বের হয়ে আসে এবং "মান্না ও সালওয়া" নামক বিশেষ খাদ্য নাযিল হয়।

আল্লাহ তায়ালার এত অনুগ্রহ লাভ সত্ত্বেও মূসা (আ) আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে তূর পাহাড়ে যাবার পরে বনী ইসরাঈলগণ বাছুরের মূর্তি তৈরী করে পূজা করতে শুরু করে। মূসা (আ) ফিরে আসার পর এরা অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহ তায়ালা এদের গুনাহ মাফ করে দেন। পুনরায় দ্বীনের জন্য বনী ইসরাঈলদের লড়তে নির্দেশ দিলে এরা জবাব দিয়েছিল, "মূসা, তুমি ও তোমার খোদা যুদ্ধ কর। আমরা তো নিজেদের জায়গা থেকে নড়বো না।" এদের এ মানসিক অবস্থার দরুন ৪০ বছর পর্যন্ত এরা আশ্রয়হীন অবস্থায় যাযাবরের জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। এদের সকল বয়স্ক লোকেরা মরে যায়। এমন কি হযরত মূসা (আ)-ও আল্লাহর ডাকে তাঁর দরবারে হাযির হয়ে

যান। পরবর্তী বংশধরদের আমলে ফিলিস্তিনে বনী ইসরাঈলদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইহুদীদের অপরাধ প্রবণতা

কিছুকাল পর বনী ইসরাঈল জাতি আল্লাহর নাফরমানি শুরু করে দেয় এবং এরই শাস্তিস্বরূপ জালুত নামক এক অত্যাচারী শাসক এ জাতির গর্দানে সওয়ার হয়ে যায়। জালুতের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে এরা আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হলে তালুত নামক আল্লাহর এক নেক বান্দার নেতৃত্বে জিহাদ করে জালুতের শাসন থেকে এরা মুক্তি লাভ করেন।

তালুতের পর হযরত দাউদ (আ) এবং তারপর হযরত সুলাইমান (আ) আগমন করেন এবং তাঁদের জামানায় বনী ইসরাঈল জাতি সুখ-সমৃদ্ধির শীর্ষস্থানে পৌঁছে যায়।

হযরত সুলাইমানের (আ) পর ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের দরুনই বনী ইসরাঈলগণ পুনরায় আল্লাহ তায়ালার বিধি-নিষেধ লংঘন করতে শুরু করে। ক্রমে এরা নৈতিক অধপতনের সর্বশেষ স্তরে নেমে যায়। আল্লাহর বিধি-নিষেধের প্রকাশ্য বিরোধিতা শাসক ও নেতাদের স্বভাবে পরিণত হয়। এদের আলেমগণ ক্ষমতাসীনদের মরজী মাফিক আল্লাহর কালামের অপব্যাখ্যা করে শাসকদের সকল অপকর্মের সমর্থন যোগাতে থাকে। নানাবিধ জঘন্য অপরাধ সমাজের সর্বত্র শিকড় বিস্তার করে ফেলে। বাইরে দ্বীনের খোলসটা মাত্র বাকী রেখে ভেতরে দ্বীনের বিরোধী কার্যকলাপে ইহুদী জাতি অনেক দূর এগিয়ে যায়। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, যাকাত বন্ধ করে দিয়ে সুদের ভিত্তিতে লেন-দেন ও আদান-প্রদানের প্রসার, জ্বেনা-ব্যভিচার ও অশ্লীল অনুষ্ঠানাদি ইহুদী সমাজে আর দূষণীয় বিবেচিত হতো না।

আল্লাহ তায়ালা এদের সংশোধনের জন্য বহু নবী পাঠিয়েছেন এবং তারা এসে গুমরাহীর অতল তলে নিমজ্জিত ইহুদীদের উদ্ধার করার বহু চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিকৃতি ও গুমরাহী এদের সম্পূর্ণরূপে বেপরোয়া করে তুলেছিল। তাই এরা নবীদের উপরও অন্যায়-অত্যাচার করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা-সংকোচ করেনি। বরং আল্লাহর প্রেরিত বহু পূত-চরিত্র নবীদের নৃশংসভাবে হত্যা করতেও এরা কসুর করেনি। আমরা নিম্নে অপরাধ প্রবণ ইহুদী জাতির নৃশংসতার কতিপয় নজীর পেশ করছি ঃ

(১) হযরত সুলাইমানের (আ) পর বনী ইসরাঈলদের রাষ্ট্র ইহুদীয়া ও ইসরাঈল নামে দু'টি পৃথক দেশে বিভক্ত হয়ে যায় এবং পারস্পরিক শত্রুতায় অন্ধ হয়ে একে অপরের ধ্বংস সাধনের জন্য অন্যান্য জাতির সাহায্য প্রার্থী হয়।

হান্নানী নবী আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে ইহুদীদের এহেন কার্যকলাপের শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। কিন্তু ইহুদীয়া রাষ্ট্রের তৎকালীন শাসক 'আছা' হান্নানী নবীর নসিহত গ্রহণ করার পরিবর্তে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

(২) হযরত ইলিয়াস (আ) ইহুদীদের পৌত্তলিকতা গ্রহণ করার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন এবং তাওহীদের প্রতি ফিরে আসার জন্য দাওয়াত দিতে থাকেন। ইসরাঈলী শাসক 'আখিয়াব' তার মুশরিক স্ত্রীর খাহেশ পূরণ করার জন্য হযরত ইলিয়াস (আ)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত করে। আল্লাহর নবী অবশেষে সিনাই এলাকায় একটি পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

(৩) এ 'আখিয়াব'ই সত্য কথনের অপরাধে হযরত ইলিয়াস (আ)-কে কারারুদ্ধ করে এবং তাঁকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কষ্ট দেয়।

(৪) ইসরাঈল রাষ্ট্র 'আশুরীয়'দের হাতে ধ্বংস হয়ে যাবার পর ইহুদীয়া রাজ্যের অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছায়। কিন্তু ইহুদীদের সেদিকে মোটেই খেয়াল ছিল না। এরা মনের আনন্দে আল্লাহর নাফরমানী করছিল। হযরত ইরমিয়া নবী এদের সতর্ক করে দেন এবং দেশের আনাচে-কানাচে সফর করে আল্লাহর আনুগত্যে ফিরে আসার জন্য দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু ইহুদী জাতি নসিহত কবুল করাতো দূরের কথা, উল্টা ইরমিয়া নবীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, গালাগাল ও মারপিট করে এবং অবশেষে তাঁকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করার জন্য কাদা ভর্তি চৌবাচ্চায় ঝুলন্ত অবস্থায় বেঁধে দেয়।

(৫) ইহুদীয়া রাষ্ট্রের শাসক হিরোদিসের দরবারে প্রকাশ্যে নৈতিকতা বিরোধী ও অশ্লীল কার্যকলাপ দিন দিন বেড়ে চলছিল। হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) এসব পাপাচারের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং নৈতিক অধপতনের চরম পরিণতি সম্পর্কে বাদশাহ ও জনসাধারণকে সতর্ক করে দেন। বাদশাহ হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে কতল করে তাঁর ছিন্ন মস্তক এক রক্ষিতাকে উপহার দেয়।

(৬) হযরত ঈসা (আ) বনী ইসরাঈল আলেম ও রাষ্ট্র নেতাদের বিরাগ ভাজন হন। কেননা, তিনি এদের খোদাদ্রোহিতা ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের সমালোচনা করতেন এবং আল্লাহ তায়ালার অনুগত হয়ে পবিত্র জীবনযাপন করার দাওয়াত দিতেন।

হযরত ঈসা (আ)-কে কোন উপায়েই দাওয়াতে দ্বীনের কাজ থেকে বিরত করতে না পেরে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে ফাঁসীর দণ্ডাদেশ দেয়া হয়। এতদুপলক্ষ্যে সমবেত আলেম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট বাদশাহ